সমকাল

নারীর অধিকারের জন্য সমাজের পরিবর্তন চাইতেন সিমিন মাহমুদ

প্রকাশ: ০৮ জানুয়ারি ২০২০
সমকাল প্রতিবেদক

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সরকারি ক্ষমতার ব্যবহার বা হস্তক্ষেপ করা ভালো কোনো পন্থা নয়। বরং এমন কিছু করা উচিত যাতে সমাজ ও পরিবার নিজে থেকেই নারীকে সম্মান দেয়, তার অধিকার নিশ্চিত করে। নারীরাও তাদের অধিকার বুঝে নিতে পারে এবং তার জন্য সোচ্চার হয় এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (বিআইজিডি) সাবেক প্রধান গবেষক (প্রয়াত) সিমিন মাহমুদ নারীর ক্ষমতায়নকে এভাবে দেখতেন। সিমিন মাহমুদের সম্মানে বিআইজিডি আয়োজিত 'জ্ঞান, শক্তি ও সামাজিক পরিবর্তন' শিরোনামে তিন দিনের এক সম্মেলনে দেশের প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদরা এসব কথা বলেন।

ব্র্যাক সেন্টার ইনে আয়োজিত সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, সিমিন মাহমুদের কাজের বড় ক্ষেত্র ছিল নারীর গর্ভধারণ, শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন। বিশেষত নারীদের অধিকার বিষয়ে সোচ্চার হওয়ার কথা তিনি বলতেন। তিনি তার কাজের মধ্য দিয়ে এসব ইস্যুকে পরবর্তী ধাপে নিয়ে গেছেন। সমাজের রূপান্তর প্রক্রিয়া খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তরুণ গবেষকদের জন্য একজন গাইড, পরামর্শদাতা ও বন্ধু ছিলেন তিনি।

প্রয়াত সিমিন মাহমুদ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের স্ত্রী। অনুষ্ঠানে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, নারীর অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করা বা হস্তক্ষেপ জাতীয় কিছু পছন্দ করতেন না সিমিন মাহমুদ। সিমিন চাইতেন, সমাজ ও পরিবার যেন এমনভাবে পরিবর্তিত হয়, যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নারী তার নিজের সম্মান ও মর্যাদা খুঁজে নিতে পারে। তিনি এমন কিছু করতে চাইতেন, যাতে নারীরা স্বাবলম্বী হন ও নিজের অধিকার বুঝে নিতে পারেন। সমাজের পরিবর্তন বুঝতে তিনি একেবারে মাঠ পর্যায়ে যেতেন।

ব্র্যাকের চেয়ারপারসন হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, 'কাজের ক্ষেত্রে অনেকেই ফলাফল কী হবে, আগেই তা নিয়ে ভাবেন। এটা না করে কাজটায় মনোযোগ দেওয়া উচিত। শেষে কী অর্জন করলাম, আর কী করলাম না; তাতে কিছু আসে যায় না। বিশ্বকে বদলে দিতে পারি- এমন ইচ্ছা নিয়ে কাজ করাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সিমিন মাহমুদ এভাবেই কাজ করেছেন। তিনি আরও বলেন, গবেষকদের নানা তথ্য-উপাত্ত থেকে তার মৌলিক অংশ খুঁজে পাওয়ার ক্ষমতা থাকা উচিত। সিমিন মাহমুদ ছিলেন তেমনই একজন গবেষক, যিনি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য ছাড়া কোনো বিষয়ে কোনো কথাই বলতেন না।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সের (এলএসই) অধ্যাপক নায়লা কাবীর, ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (বিআইজিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইমরান মতিন উপস্থিত ছিলেন। তিন দিনের সম্মেলনের প্রথম দিনে নারীর গর্ভধারণ, লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবাজার ও নারীর ক্ষমতায়ন ইস্যুতে পৃথক সেমিনার হয়। আজ ও আগামীকাল নারীদের জন্য পৃথক আদালত স্থাপন ইস্যুতে সেমিনার হবে।